দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

অনেক মেধাবী ছাত্র ভালো কলেজে পড়ার সুযোগ পাবে না

ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর পক্ষে অভিমত

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

ভালো রেজাল্ট মানেই ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া। কিন্তু এবার এসএসসি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ রেজাল্ট জিপিএ-৫ পেয়েও কাঙ্ক্ষিত বা নামিদামি কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী।

ভালো কলেজগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে সংকট থাকলেও এবার পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তি অনেক বেড়ে যাওয়ায় এই সংকট আরো ঘনীভূত হবে। বিশেষ করে রাজধানীসহ শহরের নামিদামি কলেজগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে এই সংকট প্রকট আকার ধারণ করবে। তাই ফলাফল বিচারে শীর্ষ গ্রেড পেয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেও শিক্ষার্থীরা দেশের সেরা কলেজগুলোর একটি আসনে জায়গা করে নিতে পারবে কিনা এই আশঙ্কা বিরাজ করছে ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের মনে। তাদের দাবি কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে আগের মতো ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হোক। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিবছর পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তি বাড়লেও সেই তুলনায় বাড়ছে না ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। তাই ভালো কলেজে মেধাবীদের ভর্তির ক্ষেত্রে সংকট থেকেই (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

অনেক মেধাবী ছাত্র

(প্রথম পৃঃ পর)

যাচ্ছে। তবে গ্রামের কলেজগুলোকে শিক্ষার্থী পেতে শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হবে। অন্যথায় সেখানে শিক্ষার্থী সংকট থেকেই যাবে।

গ্রেডিং পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়নের পর এবার রেকর্ডসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। তাই ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ এবার সোনার হরিণ। ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ২৫ হাজার ৭৩২ জন শিক্ষার্থীই নয়, জিপিএ-৪ থেকে জিপিএ-৩ দশমিক ৫-এর বেশি পাওয়া প্রায় ৩ লাখ শিক্ষার্থীর জন্যও পর্যাপ্ত ভালো কলেজ নেই। তাই তাদেরকেও বাধ্য হয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের কলেজে ভর্তি হতে হবে।

গ্রেডিং পদ্ধতি শুরুর পর কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া জিপিএ (গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ) ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার যে পদ্ধতি চালু করেছে তা এবারও বহাল থাকলে এ বছর দেশের শীর্ষ কলেজগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হবে বলে মনে করছেন কর্তৃপক্ষ। কলেজ কর্তৃপক্ষ মনে করছেন, ভর্তির ক্ষেত্রে পূর্বের মতো ভর্তি পরীক্ষা প্রবর্তনই পারবে এই সমস্যার একমাত্র সমাধান দিতে। অন্যথায় আমাদেরকে ব্যাপক সমস্যার পড়তে হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইজ) সূত্রে জানা গেছে, দেশে ২৫২টি সরকারি কলেজসহ মোট সরকারি-বেসরকারি কলেজ রয়েছে প্রায় ৩ হাজারের মতো। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে শীর্ষ অর্থাৎ 'এ' ক্যাটাগরির কলেজ আছে ৪২৪টি। বিভাগ ওয়ারি এই হিসাব হচ্ছে ঢাকা বিভাগে ৯৩টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৯৪টি, খুলনা বিভাগে ৫১টি, রাজশাহী বিভাগে সর্বোচ্চ ১৩৮টি এবং বরিশাল বিভাগে ৩৬টি 'এ' ক্যাটাগরির কলেজ রয়েছে।

ব্যানবেইজ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, 'শুধু 'এ' ক্যাটাগরির কলেজ হলেই সবাই সেখানে ভর্তি হতে চায় না। এর মধ্যেও আবার শীর্ষ কলেজগুলো খোঁজে সবাই। ভালো রেজাল্ট করা শিক্ষার্থীদের কাছে ভালো কলেজের তালিকায় রয়েছে হাতেগোনা কয়েকটি। ঢাকা শহরের ১০৫টি কলেজের মধ্যে এ সংখ্যা ১৩ থেকে ১৪টির মতো। এগুলো হচ্ছে : ঢাকা কলেজ, নটরডেম কলেজ, ভিকারুননিসা নূন কলেজ, রাউজক উত্তরা মডেল কলেজ, হলিক্রস কলেজ, সেন্ট যোসেফস্ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিটি কলেজ, কমার্স কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, বিএএফ শাহীন কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরগুলোতে হাতেগোনা কয়েকটি কলেজ ভালো মানের রয়েছে।

সূত্র জানায়, দেশের ক্যাডেট কলেজগুলোতে ৬০০টি আসনসহ দেশে ভালো ৬০ থেকে ৬৫টি কলেজে আসন রয়েছে ৩০ থেকে ৩৫ হাজারের মতো। এর মধ্যে রাজধানীর নামিদামি ১৩ থেকে ১৪টি কলেজে আসন রয়েছে মাত্র ১১ হাজারের মতো। তাই রাজধানীতে পাস ও জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় কলেজে আসন না থাকায়